দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 12 APR 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ১

দূর-শিক্ষণের মাধ্যমে বঞ্চিতদের শিক্ষিত করা সম্ভব

অধ্যাপক ড. আবুল হাসান মুহাম্মদ সাদেক

জাতি গঠনে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। আমাদের দেশে শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জন্য আসন সংখ্যাও সীমিত। বেশীরভাগ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা খুবই ব্যয় বহুল। তাই ক্যাম্পাস ভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে বাংলাদেশে সকলের জন্য উচ্চ শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। তাই শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত জনগণের দোর-গোড়ায় উচ্চ শিক্ষা পৌছে দিতে হলে দূর-শিক্ষণের মাধ্যমেই কেবল তা সম্ভব।

সরকারি খাতের উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবলমাত্র এস এস সি ও এইচ এস সি পর্যায়ে দূর-শিক্ষণ কার্যক্রম রয়েছে। কিন্তু অনেক মধাবী ছাত্র-ছাত্রী রয়েছেন যারা আর্থিক সংকট অথবা পরিবারের দায়িত্ব পালনের কারণে চাকরি বা কর্মজীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়। অথচ তাদের উচ্চ শিক্ষার প্রতি প্রচণ্ড আগ্রহ রয়েছে। এতে চাকরিজীবি-পেশাজীবী ছাড়াও বহু গৃহিণীও ভর্তি হয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করছেন। যদিও এসব গৃহিণীর বিয়ে ও সন্তান লালন-পালন করতে গিয়ে পড়ালেখা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দূর-শিক্ষণের শিক্ষা ও পরীক্ষার মান ক্যাম্পাস ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের সমমানের। কারণ উভয় মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা একই সিলেবাস ও অভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হচ্ছেন। ক্যাম্পাস ভিত্তিক শিক্ষার্থীদের মত দূর শিক্ষণের শিক্ষার্থীরাও তাদের কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা প্রমাণ করে পদোন্নতির লাভ করে চলেছেন।

একথা ঠিক যে, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বৈত

এটা মনে রাখতে হবে, ক্যাম্পাস ভিত্তিক শিক্ষার পাঠদান পদ্ধতি দূর-শিক্ষণ পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দূর-শিক্ষণের শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ভিত্তিক নানা মাধ্যমে শিক্ষাদান করতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে একদিনের পরিচিত ক্লাস, পাঠ পরিকল্পনা ও পাঠ নির্দেশনা, সাপ্তাহিক ক্লাস, দৈনিক টিউটোরিয়াল ও আলোচনা, মডিউল টাইপের পাঠ্যবই, অডিও ও ভিডিও-এর মাধ্যমে শিক্ষদান, ইন্ট্রানেট, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট, কম্পিউটার ল্যাব, ডাকযোগাযোগ, লাইব্রেরী, মিডিয়া সেন্টার, স্টুডেন্ট কাউন্সেলিং, স্টুডেন্ট গ্রুপ এবং শিক্ষা ও পরীক্ষার বিজ্ঞান ভিত্তিক নানা প্রক্রিয়া। এশিয়ান ইউনিভার্সিটি এটি পরিকল্পিতভাবে তৈরি করেই ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দূর-শিক্ষণ কোর্সের জন্য ভর্তি করে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে উপস্থিত না হয়েও পাঠ কৌশলের কারণে নিজেদেরকে শিক্ষিত হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণ প্রস্তুতি ছাড়াই দূর-

নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে। কিন্তু অন্যদের ব্যর্থতার দায় এশিয়ান ইউনিভার্সিটি নেবে কেন? আমাদের দূর-শিক্ষণ কার্যক্রম সফলতার সাথেই পরিচালিত হচ্ছে। তাই আমরা এর বিস্তার ঘটাতে চাই।

স্বাক্ষরতা হার বাড়ানোর জন্য, উচ্চশিক্ষার দ্বার অবারিত ও সম্প্রসারিত করার জন্য দূর-শিক্ষণ দেশব্যাপী সম্প্রসারিত হওয়া উচিত। কেবলমাত্র উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সরকারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়নি। উচ্চ শিক্ষায় ও দূর-শিক্ষণের বিস্তার ঘটাতে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এ ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা যে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন, তা

প্রতিষ্ঠার জন্যও দূর-শিক্ষণের বিস্তার ঘটাতে হবে কারণ শিক্ষা হচ্ছে জ্ঞানের বাহন। মানুষের জন্য য বেশি শিক্ষার সুযোগ অবারিত করা যাবে তত বে জ্ঞানের চর্চা সহজ হবে। তাই দূর-শিক্ষণের সরক পৃষ্ঠপোষকতা, সাবসিডি দেয়া উচিত। গ্রামী ব্যাংকের বিনা জামানতের ঋণ দেয়ার ফলে প্রমাণি হয়েছে যে, গরীব মানুষের ঋণের টাকা ফেরত দেব হার ধনীদের চেয়ে বেশি। তেমনি উচ্চ শি বঞ্চিতদের জন্য দূর-শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হ প্রমাণিত হবে যে, তারা প্রকৃত পক্ষেই শিক্ষা লা আগ্রহী। গ্রামীণ ব্যাংককে সরকার আর্থিক সহায় দিয়ে গ্রামীণ মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন ও আ কর্মসংস্থানে সহায়তা করেছে। তেমনি ব্যাপক দূ শিক্ষণের মাধ্যমে মানুষকে শিক্ষিত করে গড়ে তো যাবে এবং সে অর্জিত শিক্ষার মাধ্যমে নিজের দারি বিমোচন ছাড়াও সমাজের উন্নয়নেও অবদান রাখ সক্ষম হবে। তাই দূর-শিক্ষণে সরকারী সহায়তা সমর্থন প্রয়োজন। কারণ শিক্ষার বিস্তার না ঘট উন্নয়ন, জাতিসংঘ ঘোষিত সহস্রাব্দের উন্নয়ন ল মাত্রা (এমজিডি) অর্জন সম্ভব হবে না।

(লেখকঃ এশিয়ান ইউনিভার্সিটি
ভাইস চ্যান্সেল